ড. মুহাম্মাদ সাইয়িদ ওয়াকিল

চার খলিফা

জীবন । শাসন । যুদ্ধ

চার খলিফা

জীবন। শাসন। যুদ্ধ

ড. মুহাম্মাদ সাইয়িদ ওয়াকিল

অনুবাদক

সাদিক ফারহান

মহিউদ্দিন কাসেমী

আবু আব্দুল্লাহ আহমদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২২

©: প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৮০০, US $ 25, UK £ 20

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96854-9-4

Char Khalifa
by **Dr. Muhammad Syed Wakil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

রাসুল ﷺ হলেন বিশ্ববাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর সান্নিধ্যে এসে তখনকার মানুষেরা তাই খাঁটি সোনার মানুষে পরিণত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নবিজি ﷺ বলেছেন, 'আমার সাহাবিরা একেকজন নক্ষত্রতুল্য। তোমরা যাঁকে অনুসরণ করবে, তাঁর মধ্যে সত্যপথের সন্ধান পাবে।' নবিজির সান্নিধ্য পাওয়া সাহাবিরা তাঁর আনুগত্যে ছিলেন অতুলনীয়। এর মধ্যে চার খলিফা হলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁদের ৩০ বছর শাসনকাল নিঃসন্দেহে ইসলামের স্বর্ণযুগ।

ড. মুহাম্মাদ সাইয়িদ ওয়াকিল এই গ্রন্থে চার খলিফার জীবন ও শাসনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক অন্যরকম কুশলতায়। তাঁর বর্ণনার সারল্যে ইতিহাসের বাঁকাচোরা সমস্ত গলিপথ হয়ে উঠেছে হাতের তালুর মতোই পরিচিত ও সহজ। মিসরি বংশোদ্ভূত এই ইতিহাসবিদ ও অধ্যাপকের ধারালো যুক্তি আর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরের ঘষায় 'নাই' হয়ে গেছে ইসলামবিদ্বেষীদের আপত্তি ও প্রশ্নের সমূহ জাল। খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবন ও শাসনকালের অনুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তাঁদের বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও দান-অবদানের আলোচনার পাশাপাশি তাঁদের যে-কিছু সিদ্ধান্ত আর আচার-উচ্চারণ কথিত ইতিহাসবিদ ও তাদের পাঠকদের কাছে প্রশ্নজর্জরিত—বিশুদ্ধ ইতিহাস ও শরিয়ার আলোকে সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন জায়গায় জায়গায়। ঘটনা বর্ণনায় সংক্ষিপ্ততা, উৎস হিসেবে তথ্যের বিশুদ্ধতার সঙ্গে গ্রন্থটিকে অন্যরকম এক মাত্রা দিয়েছে এর সুখপাঠ্য বর্ণনাশৈলী। ফলে ইতিহাসগ্রন্থের সচরাচর কাঠিন্য একে ছুঁতে পারেনি। আর আমাদের অনুবাদকেরাও তাঁদের কলমকে মূলের স্রোত ধরেই এগিয়ে নিয়েছেন। যে কারণে ভাষান্তরের ফলে গ্রন্থটির শিল্পরস কোনো অর্থেই ক্ষুণ্ণ হয়নি; বরং আরও উৎকৃষ্ট ও স্বাদময় হয়েছে।

গ্রন্থটিতে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত কিছু বর্ণনা ছিল। আবার কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা বা সংক্ষিপ্ততার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এ জন্য পাঠ সাবলীল এবং বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পাঠকের যাতে বেগ পেতে না হয়, তাই কোথাও কিছুটা সংযোজন করা হয়েছে; আবার কোথাও টীকা দেওয়া হয়েছে। আর গ্রন্থটি যেহেতু অনেকটা সংক্ষিপ্ত, তাই চার খলিফার বিশ্লেষণধর্মী বিস্তারিত জীবনী জানতে চাইলে কালান্তর থেকে প্রকাশিত ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির ছয় খণ্ডের খুলাফায়ে রাশিদিন সিরিজ পড়া যেতে পারে।

মূল গ্রন্থে অধ্যায়, শিরোনাম-উপশিরোনাম ইত্যাদি বিন্যাস করা ছিল না। এ জন্য পাঠক যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে পাঠ চালিয়ে যেতে পারেন—বিরক্তি না আসে বা একঘেঁয়েমি পেয়ে না বসে, তাই আমরা আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটিকেও এসবের মাধ্যমে বিন্যাস করেছি। পুরো গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সূচি প্রথম দিকে দিয়েছি, যাতে সহজেই গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রত্যেক খলিফার আলোচনার শুরুতে বিস্তারিত সূচি দিয়েছি। আর এতসব কারণে বইয়ের সৌন্দর্য অনেকখানি বেড়েছে বলেও মনে করি। যদিও এভাবে বিন্যাসের কারণে গ্রন্থটির কলেবর প্রায় দুই ফরমা বেড়ে গেছে। বিষয়টি আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

এখানে আরেকটি বিষয় বলে রাখা দরকার মনে করছি। *সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ* গ্রন্থটি আমরা 'দাওয়াহ সংস্করণ' প্রকাশ করে প্রায় ৬০ হাজার মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়েছি নামমাত্র মূল্যে, তাই পাঠকের চাহিদা ছিল এ গ্রন্থটিরও যেন 'দাওয়াহ সংস্করণ' প্রকাশ করা হয়। এ জন্য অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে বেশিসংখ্যক পাঠকের হাতে তুলে দিতে আপাতত এক খণ্ডে 'দাওয়াহ সংস্করণ' প্রকাশ করেছি। পরবর্তী সময়ে চার খলিফার জীবনীকে আলাদা আলাদা করে চার খণ্ডে প্রকাশেরও ইচ্ছা আছে।

বিশাল কলেবরের এই গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ *আবু বকর সিদ্দিক* ও *উমর ইবনুল খাত্তাব রা.* অনুবাদ করেছেন সাদিক ফারহান, তৃতীয় অংশ *উসমান ইবনু আফফান রা.* অনুবাদ করেছেন মহিউদ্দিন কাসেমী; আর শেষ অংশ *আলি ইবনু আবি তালিব রা.* অনুবাদ করেছেন আবু আব্দুল্লাহ আহমদ। তিনজন অনুবাদকই অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁরা আন্তরিকভাবে যে পরিশ্রম করেছেন গ্রন্থটির পেছনে, এতে মনে হবে না যে, এটা কোনো অনুবাদগ্রন্থ।

গ্রন্থটির ভাষা, বানান ও সম্পাদনার কাজ আনজাম দিয়েছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন। আমিও আদ্যোপান্ত একবার পড়েছি। আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১৩ অক্টোবর ২০২২

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

চার খলিফা-১

আবু বকর সিদ্দিক রা. # ১১

লেখকের কথা # ১৭

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খলিফা : খলিফাতুর রাসুল আবু বকর সিদ্দিক রা. # ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

খিলাফতের দায়িত্বে আবু বকর # ২৭

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মত্যাগীদের মোকাবিলায় আবু বকর # ৩৬

চতুর্থ অধ্যায়

ইয়ারমুকের যুদ্ধ, খালিদের ভূমিকা ও খলিফার ইনতিকাল # ৭৯

চার খলিফা-২

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. # ৯৭

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় খলিফা : উমর ইবনুল খাত্তাব রা. # ১০৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

খিলাফতের দায়িত্বে উমর ও তাঁর আন্তঃরাষ্ট্রনীতি # ১১২

তৃতীয় অধ্যায়

উমরের পররাষ্ট্রনীতি ও বিজয়াভিযান # ১২৭

চতুর্থ অধ্যায়

কাদিসিয়ার যুদ্ধ # ১৪২

পঞ্চম অধ্যায়
মাদায়েন বিজয় ও অন্যান্য অভিযান # ১৭৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
নাহাওয়ান্দ অভিযান # ১৯৯

সপ্তম অধ্যায়
শামে বিজয়াভিযান # ২২৩

অষ্টম অধ্যায়
বায়তুল মাকদিস বিজয় এবং ইসলামের সুমহান উদারনীতির দৃষ্টান্ত # ২৪০

নবম অধ্যায়
মিসর বিজয় # ২৬২

দশম অধ্যায়
আমুর রামাদা : দুর্ভিক্ষের ধূসর সময় # ৩২৪

একাদশ অধ্যায়
তাউনে আমওয়াস : প্লেগ মহামারি # ৩৩৫

দ্বাদশ অধ্যায়
খলিফা উমরের ইনতিকাল # ৩৪২

চার খলিফা-৩

উসমান ইবনু আফফান রা. # ৩৬১

প্রথম অধ্যায়
তৃতীয় খলিফা : উসমান ইবনু আফফান রা. # ৩৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
শুরাপদ্ধতি ও উসমানের খিলাফত # ৩৭৩

তৃতীয় অধ্যায়
উসমানের পররাষ্ট্রনীতি ও বিজয়াভিযান # ৩৮৭

চতুর্থ অধ্যায়
আরমেনিয়া বিজয় ও আলেকজান্দ্রিয়ায় বিদ্রোহীদের প্রতিহতকরণ # ৩৯৫

পঞ্চম অধ্যায়
আফ্রিকা বিজয় # ৪০৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
সাইপ্রাসসহ সামুদ্রিক অভিযানসমূহ # ৪১৫

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ ঘটনা # ৪৩৬

অষ্টম অধ্যায়
ষড়যন্ত্রকারীদের ফিতনা এবং খলিফার শাহাদাত # ৪৫০

চার খলিফা-৪

আলি ইবনু আবি তালিব রা. # ৪৭৯

প্রথম অধ্যায়
চতুর্থ খলিফা : আলি ইবনু আবি তালিব রা. # ৪৮৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
খিলাফতের দায়িত্বে আলি # ৫০২

তৃতীয় অধ্যায়
আলির সঙ্গে মুআবিয়া, তালহা, জুবায়ের
ও আয়েশা সিদ্দিকার মতবিরোধ # ৫২৬

চতুর্থ অধ্যায়
জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রযুদ্ধ) # ৫৫৬

পঞ্চম অধ্যায়
সিফফিনযুদ্ধ # ৬১১

ষষ্ঠ অধ্যায়
খারিজিদের ফিতনা ও সালিশি কার্যক্রম # ৬৬৫

সপ্তম অধ্যায়
তাহকিমের পর মুসলিমদের ঘটনাপ্রবাহ # ৬৭২

অষ্টম অধ্যায়
আলি ও মুআবিয়ার মধ্যকার সন্ধিচুক্তি এবং খলিফার শাহাদাত # ৬৮১

চার খলিফা-১

আবু বকর সিদ্দিক রা.

জীবন । শাসন । যুদ্ধ

ড. মুহাম্মাদ সাইয়িদ ওয়াকিল

ভাবান্তর : সাদিক ফারহান

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ নবি প্রিয়তম মুহাম্মাদ ﷺ। এরপর আবু বকর সিদ্দিক ও উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ছিলেন লক্ষাধিক সাহাবির মধ্যে রাসুলের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। জাহিলিয়াতের ঘনঘোর আঁধারে পৃথিবীর আলো দেখলেও পঙ্কিলতা তাঁদের সামান্যও স্পর্শ করতে পারেনি। সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারের অতলে ডুবে থাকলেও আবু বকর যেন রাসুলের বন্ধু হয়েই জন্মেছিলেন; আর অদম্য সাহসিকতা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের আশ্চর্য মহিমায় বেড়ে উঠেছিলেন খাত্তাবের বেটা উমর।

রাসুল ﷺ-এর স্বীকৃতি অনুযায়ী খিলাফতের পুরোটা সময় ছিল নববি শাসনের উপমা। সত্য ও সুন্দরের অনুসরণীয় সময়। কিন্তু বাকি দুজনের তুলনায় আবু বকর ও উমর ছিলেন নবিজির প্রায় সমবয়সি, বন্ধু ও অন্তরঙ্গজন। সেই যে ইসলামগ্রহণের সূচনা থেকে তাঁরা আল আমিনের সঙ্গ নিয়েছেন, জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধুত্বপূরণে সমর্পিত থেকেছেন।

গোটা আরব রাসুলের আহ্বান নাকচ করেছে; কিন্তু আবু বকর যেন এ সত্যের প্রতীক্ষাই করছিলেন। মুহাম্মাদ নবি হয়েছেন—দাবি করেছেন সত্যধর্মের, কুরআন অবতরণের—শোনামাত্র নিঃসংকোচে তিনি তা মেনে নিয়েছেন। পদপদবি, ব্যবসা বা পার্থিব সম্পদের যাবতীয় সম্ভাবনা পেছনে ফেলে, সত্যনবি ও শাশ্বত ধর্মের পক্ষে সমাজের সমূহ প্রতিকূলতা সহ্য করেছেন অবলীলায়। ইসরার ঘটনা জানাজানি হলে পুরো কুরাইশ ঠাট্টায় মেতে ওঠে। বিদ্রূপের স্বরে কেউ আবু বকরকে সেটা জানালে তিনি নির্দ্বিধায় রাসুলের দাবি সত্য বলে স্বীকৃতি দেন। লাভ করেন 'সিদ্দিক' উপাধি। ইসলামের পক্ষে দাওয়াত দিতে গিয়ে কেবল নির্যাতন-নিপীড়নই সহ্য করেননি; হাসিমুখে স্বদেশ ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন সুদূর মদিনায়। প্রিয় রাসুলের সঙ্গে থেকেছেন গারে হেরায়; উহুদ-বদর, হুনাইন আর হুদায়বিয়ায়ও তাঁকে ছেড়ে যাননি। ছায়ার মতো যেকোনো পরিস্থিতিতেই তিনি রাসুলের পাশে থাকতেন। তাঁকে পরামর্শ দিতেন, সমর্থন ও শক্তি জোগাতেন।

আবু বকর আগে থেকেই জ্ঞানী মানুষ ছিলেন; কিন্তু নবিজির সাহচর্য তাঁর ভেতর নেতাকুশলের জন্ম দিয়েছিল। তাই প্রিয়তম রাসুলের ইনতিকালে সবাই দিশেহারা হয়ে পড়লেও দক্ষ নেতার মতো শান্ত সিদ্ধান্তে তিনি পরিস্থিতির লাগাম টেনে ধরেন।

রোম ও পারস্য বিজয়ে রাসুলের অভিযান বহাল রেখে বহিঃশক্তিগুলোকে যেমন দমন করেছেন, তেমনি শক্তহাতে কোমর ভেঙেছেন রাষ্ট্রের ভেতর লুকিয়ে থাকা শকুন-শকুনদেরও। তিনি বন্ধু হিসেবে যেমন শতভাগ বিশ্বস্ত ছিলেন, নেতা আর সমরবিদ হিসেবেও ছিলেন প্রাজ্ঞ, যোগ্য ও সাফল্যের শীর্ষস্থানে আরোহণকারী।

পর্বতও যাঁদের ব্যক্তিত্বের সামনে ন্যুজ হয়ে পড়ে, এমন দুই মহামনীষীর জীবনের ওপর কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন বলে রাব্বুল আলামিনের সতত শুকরিয়া। প্রতিজন কলমকালির মানুষের নিশ্চয়ই কিছু স্বপ্ন থাকে। হাজারো কাজের ভিড়ে স্বপ্নপূরণের কাজগুলোর ভেতরই সে বেঁচে থাকতে চায়। শায়খাইন তথা আবু বকর সিদ্দিক ও উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর জীবন ও শাসনবিষয়ে এই কাজ আমার লেখকজীবনের তেমনই এক স্বপ্ন। ভাগ্যের প্রসন্নতায় আজ যা বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে।

সাহাবাজীবনের ওপর ইসলামের শুরু যুগ থেকেই বহুমুখী কাজ হয়েছে। হওয়ারই কথা। যেহেতু রাসুল ﷺ তাঁদের সত্যের মাপকাঠি অভিহিত করেছেন, সে ক্ষেত্রে চার খলিফার জীবন ও শাসন যেন আরও অধিক গুরুত্বের দাবিদার। কারণ, রাসুল ﷺ তাঁদের যুগকে 'খাইরুল কুরুন' বা শ্রেষ্ঠতম যুগ বলেছেন। নিশ্চয়ই তাঁরা মানুষ ছিলেন এবং আমাদের মতোই রক্ত-মাংসে গড়া। তাই পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের স্বার্থে মানবসমাজে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও প্রায়োগিক বাস্তবায়ন ঘটানো অত্যন্ত জরুরি, যেন তাঁরা অধরা উচ্চতার আসন থেকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অণু-পরমাণুতে ধবল সত্য হয়ে নেমে আসেন।

খোদ কালান্তরেই চার খলিফার জীবন ও কর্ম নিয়ে ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির ছয় খণ্ডের বৃহৎ মলাটের গ্রন্থ রয়েছে। তারপরও ড. সাইয়িদ ওয়াকিলের সংক্ষিপ্ত এ গ্রন্থের অনুবাদ নানা কারণে প্রয়োজনীয় ছিল। বিশেষত অনেকের পক্ষেই এত বড় গ্রন্থ শেষ করা সম্ভব হয় না। ফলে খুলাফায়ে রাশিদিনের ইতিহাস জানার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে কালান্তর কলেবরে ছোট তবে পর্যাপ্ত এ রচনার অনুবাদে উদ্যোগী হয়।

অনুবাদক হিসেবে নিজের সর্বোচ্চটুকু দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার পরেও গ্রন্থটিতে কাজ করেছেন প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ ভাইসহ আরও কয়েকজন। তাই পাঠকালে জড়তা ও জরাগ্রস্ততা থাকবে না বলেই আশা করছি। তারপরও গোচরহীনতায় কোনো ভুল রয়ে গেলে বিজ্ঞ পাঠকের কাছে আবেদন থাকবে, নির্দ্বিধায় আমাদের জানাবেন। যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা আপনাদের যেকোনো আহ্বান আমলে নেব। আল্লাহ আমাদের ঈমান-আমল, ইসলাম ও ইখলাস কবুল করুন।

সাদিক ফারহান

লেখক। অনুবাদক। শিক্ষক

সূচিপত্র

লেখকের কথা # ১৭

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খলিফা : খলিফাতুর রাসুল আবু বকর সিদ্দিক রা. # ২৩

এক : কে ছিলেন তিনি ২৩
দুই : জন্ম ও বেড়ে ওঠা ২৩
তিন : শারীরিক গঠন ২৪
চার : ইসলামগ্রহণ ২৪
পাঁচ : ব্যক্তিত্বের মহিমা ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

খিলাফতের দায়িত্বে আবু বকর # ২৭

এক : খিলাফতের প্রথম ভাষণ ২৯
দুই : সিদ্দিক : যুগের আরাধ্য পুরুষ ৩১

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মত্যাগীদের মোকাবিলায় আবু বকর # ৩৬

এক : নবুওয়াতের দাবিদার যারা ৩৯
দুই : মুরতাদরা হামলে পড়ল মদিনায় ৪১
তিন : বাহিনী ফিরে এল ৪২
চার : বুজাখার যুদ্ধ : তুলায়হার নিধন ৪৪
পাঁচ : নবি দাবিদার মহিলা ৫০
ছয় : বুতাহযুদ্ধ ৫৫
সাত : ইবনু নুবায়রার হত্যাকাণ্ড ৫৭
আট : কিছু তর্ক ও সমাধান ৫৮

নয় : উমর ইবনুল খাত্তাবের অবস্থান ৬৩
দশ : আকরাবার যুদ্ধ ৬৭
এগারো : মুসায়লিমা ও নাহার আর-রাজ্জাল ৬৮
বারো : ইয়ামামার পথে খালিদ ৬৯
তেরো : খালিদ রা. ও মুজ্জাআ ৭১
চৌদ্দ : মুখোমুখি দুই দল ৭৩
পনেরো : মুসায়লিমা নিধন ৭৫
ষোলো : বাগানের যুদ্ধ ৭৫
সতেরো : খালিদের বিয়ে ৭৭
আঠারো : রুষ্ট হলেন আবু বকর ৭৮

চতুর্থ অধ্যায়

ইয়ারমুকের যুদ্ধ, খালিদের ভূমিকা ও খলিফার ইনতিকাল # ৭৯

এক : জাতির সামনে হিরাক্লিয়াস ৮০
দুই : সেনাসংখ্যা ৮১
তিন : বিলম্ববিজয় : খলিফার কারণ অনুসন্ধান ৮২
চার : শামের পথে খালিদ ৮৩
পাঁচ : একক নেতৃত্বের আহ্বান ৮৫
ছয় : রোমানদের মোকাবিলায় খালিদের পরিকল্পনা ৮৬
সাত : আক্রমণের নির্দেশ ৮৮
আট : খালিদের কাছে খলিফার দূত ৮৯
নয় : রোমান সেনাপতির ইসলামগ্রহণ ৮৯
দশ : রোমানদের আক্রমণ ও ইকরিমার অবস্থান ৯০
এগারো : যুদ্ধপরিস্থিতি বদলে দিলেন খালিদ ৯১
বারো : সংশয় নিরসন ৯২
তেরো : রোমানদের পরাজয় ৯৪
চৌদ্দ : খলিফা আবু বকরের ইনতিকাল ৯৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর সাহায্য, ক্ষমা ও হিদায়াত কামনা করছি। তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ আমলের আগ্রাসন থেকে। বস্তুত তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না; আর তিনি যাকে বিপথে রাখেন, তাকে কেউ পথে আনতে পারে না। সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

নিঃসন্দেহে ইসলামি ইতিহাসপাঠের অনিবার্য নীতি হওয়া উচিত, ব্যাখ্যা ও নিরীক্ষার অতলস্পর্শী অধ্যয়ন। ভাসা নজরে কেবল ঘটনার ধারা উতরে যাওয়া কিংবা গল্পের পিঠে গল্প জুড়ে হাজার পৃষ্ঠার পাঠ চুকিয়ে ফেলাই প্রকৃত ইতিহাসপাঠের মানদণ্ড হতে পারে না। কারণ, এ ইতিহাস নিছক ইতিহাস নয়; ইসলামের ইতিহাস মানে মুসলিমদের অতীত-ঐতিহ্যের জীবন্ত দর্পণ। এখানে ভেসে ওঠে উম্মাহর সত্যিকার চেহারা, প্রকৃত জাগর্তি ও বাস্তব প্রতিবিম্ব। কেন তারা জগতের অন্য জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে আলাদা, ইতিহাস তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কেন তারা বিশিষ্ট, কোন বৈশিষ্ট্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান, ইতিহাস তা পাতায় পাতায় স্পষ্ট করে।

সুতরাং পাঠকমাত্রই যে ইতিহাসের এই বস্তুনিষ্ঠ পাঠ সেরে উঠতে পারবে, ব্যাপারটা এমন নয়; বরং এর জন্য দরকার বিশেষ কিছু মানুষের—যারা যোগ্য, বুদ্ধিমান, তুখোড় ও ধীমান; ইতিহাসকে শিকড়সুদ্ধ ধারণের ক্ষমতা যাদের আছে, উম্মতের অতীত-কাহিনিকে যারা সুদক্ষ নাবিকের মতো সরল পাটাতনে তুলে নিতে পারে—ইতিহাসের প্রতিটা উত্থান-পতন এরা অনুভব করে। প্রতিটা ঘটনার যথার্থ বিশ্লেষণ করে এরা সেগুলোর নেপথ্য-কারণ খুঁজে বের করে আনে। কোন ঘটনা কেন বাস্তবে এল, পূর্বাপর প্রেক্ষাপটের গহিনে ডুব দিয়ে তার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনের ক্ষমতা তারা রাখে।

অধিকন্তু কেবল যথাযথ চর্চা ও পূর্বাপর পাঠ-অভিজ্ঞতাই ইতিহাসের সত্যিকার

বিশ্লেষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের জ্ঞানতাত্ত্বিক অধ্যয়ন ও অনুপুঙ্খ নিরীক্ষণের জন্য আরও কিছু বিষয়ে লক্ষ রাখা জরুরি। যেমন :

১. আমাদের জেনে রাখা উচিত, যারা এ ইতিহাসের দ্রষ্টা ও নির্মাতা, তারা আরও ১০ জনের মতো রক্তমাংসের মানুষ। যত বড় সাহাবি কিংবা জগদ্‌খ্যাত ব্যক্তিই হোন, তাদেরও বিস্মৃতি ঘটে। 'তারাও ভুল কিংবা ত্রুটি করতে পারেন'—এই বাস্তবতাবোধ অপ্রত্যাশিত বহু ঘটনাকে আমাদের জন্য সহজ করে তুলবে। পাঠের পরিক্রমায় হঠাৎ অনাহূত কিছু সহসাই আমাদের ভড়কে দিতে পারবে না।

আমরা জানি, কাউকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে শরিয়তে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সুতরাং পড়তে পড়তে যখন দেখব, আবু বকর রা. প্রতারণার দায়ে ফুজাআ সুলামি নামের একব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন, তখন হুট করেই একে একবাক্যে মিথ্যা যেমন বলতে পারব না, তেমনি সত্য বলেও অভিহিত করে বসব না; বরং শুরুতেই ইতিহাসবিদদের মিথ্যুক বা প্রতারক বলে দেওয়ার আগে এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হবে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। যথাযথ বিশ্লেষণে যদি এ ঘটনার ঐতিহাসিক সূত্র প্রমাণিত হয়, তাহলে আমরা পূর্বোল্লিখিত মূলনীতিতে ফিরব। মনে রাখব, আবু বকর সিদ্দিক রা. একজন মহিমান্বিত সাহাবি বটে, তবে তিনিও একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিক যেমন হয়, তেমনি 'মানুষ' যুক্তিতে তা কখনো ভুলও হতে পারে। সুতরাং এ ঘটনার ব্যাখ্যায় আমরা বলতে চাই, এটা তাঁর ইজতিহাদ ছিল; আর ইজতিহাদে ব্যক্তি ভুল করতে পারে। আমরা স্মরণ করব রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস; তিনি বলেছেন, 'মুজতাহিদ ভুল করলে একটি পুণ্যের অধিকারী হয়; আর সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করে।' ফলে যিনি ইজতিহাদ করেন—সঠিক হন বা বেঠিক—সর্বাবস্থায় তিনি প্রতিদান পেয়ে থাকেন। আর যাকে আল্লাহ সাওয়াব দান করেন, আমরা তাতে ত্রুটি যোগ করার অধিকার রাখি না। অতএব, কর্তা যে-ই হোন-না কেন, এ জাতীয় দ্বিধাজড়ানো ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যায় আমাদের কর্মপন্থা এ রকমই হওয়া চাই।

২. আমাদের আরও জানতে হবে, যে ইতিহাস ও ঘটনার ধারাবিবরণী আমাদের সামনে রাখা, তার সময় ও প্রেক্ষাপট বর্তমান যুগ ও যাপন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদরা সরাসরি বর্ণনাকারীর মুখ থেকে ইতিহাস সংগ্রহ করে তাদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন; কিন্তু আমরা যেহেতু বহুকাল পরে জগতে পা রেখেছি, তাই গভীর অভিনিবেশ, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও পরিপূর্ণ যাচাই-বাছাই ছাড়া সেগুলো গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের সাফল্যের সঙ্গে প্রত্যেকটা ঘটনা উলটে-পালটে দেখতে হয়। সেটার সত্যাসত্য বিচার করে তবেই কোনো সিদ্ধান্তে যেতে হয়। কারণ, সব যুগেই নামধারী

কিছু দুষ্কর্মা ইতিহাসবিদ (!) এমন বহু ঘটনাকে ইতিহাস বলে চালিয়ে দিয়ে থাকে, যেগুলো আগাগোড়া অসত্য, মিথ্যা ও বানোয়াট। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অজ্ঞতা কিংবা অবচেতনে স্বীকৃত ইতিহাসবিদদের অনেকে এসব ঘটনা কলমে তুলেছেন। তাঁদের ধারণ ও বর্ণনার ধরন থেকে মনে হয়, যেন এগুলো উম্মতে মুসলিমার প্রকৃত ইতিহাসের অংশ। তবে বর্তমানে এসে এ জাতীয় বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের অসচেতন হওয়া চলবে না। ফলত আমরা যদি কোনো ঘটনায় জালিয়াতির চিহ্ন দেখি, যদি কারও মধ্যে প্রতারণার আভাস পাই, তাহলে সে ঘটনা ও ব্যক্তির বিষয়ে তখনই সতর্ক হয়ে যাব। ঘটনার নির্মোহ বিশ্লেষণ করব, ইনসাফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন ও জানাশোনা বিচার করব এবং এসবের মধ্য দিয়ে ঘটনাটার সত্যাসত্য আবিষ্কারে সচেষ্ট থাকব।

৩. ইতিহাসের অনেক ঘটনা এমন, সে যুগে আদতেই যার বৈধ প্রেক্ষাপট ছিল। চোখের সামনে সেসবের যৌক্তিকতা লক্ষ করেই ইতিহাসবিদরা সেগুলোকে সপ্রমাণ বাস্তবতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আপাতবিরোধী সেসব ঘটনার নেপথ্য-যুক্তি ও সংগতি লিপিবদ্ধ না থাকায় পরে অনুসন্ধিৎসু অনেক পাঠক ও শিকড়সন্ধানী গবেষক সেগুলো পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন; কিংবা ঘটনাগুলোর সত্যাসত্য বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বিপত্তি হলো, যতক্ষণ আমরা এসব ঘটনার পেছনে ইতিহাসবিদদের মূল্যায়িত যুক্তি ও প্রেক্ষাপট জেনে সেগুলোর যথাযথ বিশ্লেষণ করতে না পারছি, ততক্ষণ ভিন্ন উপায়ে দ্বিধান্বিত পাঠকের সন্দেহ দূর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এ জন্য ইতিহাসের পাঠক বা গবেষকের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব হলো, প্রতিটা ঘটনার প্রকৃত প্রেক্ষিত খুঁজে বের করা। কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে সে ঘটনার যুগ; সে যুগের মানুষ ও মানস, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রকৃতি উদ্ধার করা। তবেই হয়তো তার সিদ্ধান্ত ইতিহাসের নির্দিষ্ট সেই অনুষঙ্গে সত্য ও সততার খানিকটা কাছাকাছি হতে পারবে।

পাশাপাশি ইতিহাসের কিছু ঘটনার ব্যাপারে আমাদের আরও জানতে হবে যে, সেগুলোর সময় ও প্রেক্ষাপট সামনে না থাকলে বর্তমানে কিংবা নির্দিষ্ট সে সময়ের বাইরে অন্য কোথাও, ভিন্ন কোনো প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সেগুলোর সমাধান সম্ভব নয়। নতুবা আমাদের সিদ্ধান্ত হবে দলিলহীন, যুক্তিবিবর্জিত। বস্তুনিষ্ঠ ফায়সালার জরুরি ধাপগুলো আমরা পূর্ণ করতে পারব না। এতে আমাদের চিন্তা হবে ভুল এবং অনেকাংশে বাস্তবতার বিপরীত।

ইতিহাসের পাঠ ও গবেষণাকালে উল্লিখিত ব্যাপারগুলো লক্ষ রাখতে পারলে আমরা এমন অনেক সংশয় এড়াতে পারব, যা আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতায় জড়াতে পারত এবং ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোনো সময় বা ঘটনা সম্পর্কে আমাদের সামনে অস্বচ্ছ ও ভুল প্রতীতি হাজির করত। এসবের মধ্য দিয়ে আমরা যে অনিবার্য সিদ্ধান্তে